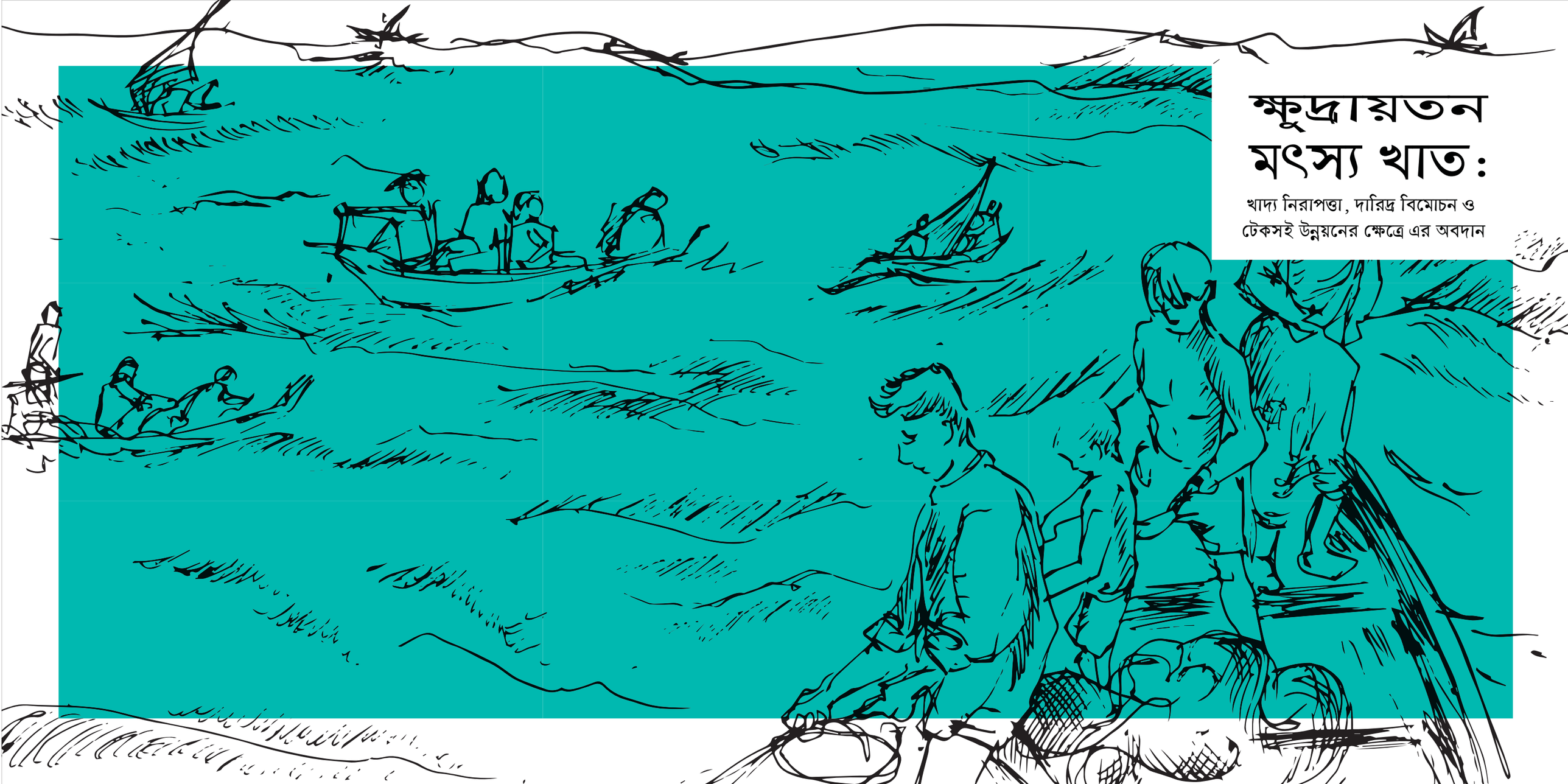

ক্ষুদ্রায়তন মৎস্য খাত:

খাদ্য নিরাপত্তা, দারিদ্র বিমোচন ও টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে এর অবদান

জেলে এবং মৎস্য শ্রমিক কারা

বিশ্বের মোট জেলে ও মৎস্য শ্রমিকের শতকরা ৯০ ভাগেরও উপর জেলে ও মৎস্য শ্রমিক মৎস্য আহরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণসহ ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যখাতে সম্পৃক্ত। এদের প্রায় অর্ধেকই নারী। বিশ্বের মোট আহরিত মৎস্যের অর্ধেকই আসে ক্ষুদ্রায়তন মৎস্য খাত থেকে। সরাসরি মানুষের মৎস্য ভোগের হিসাব করলে, এর দুই তৃতীয়াংশ আসে এই খাত থেকে। অনেক উপকূলীয় ও নদী তীরবর্তী এলাকায় ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যখাতই এলাকাবাসীর স্থানীয় অর্থনীতির মূল ভিত্তি তৈরি করে। কর্মসংস্থান, বিভিন্ন সংযুক্ত পেশা তৈরি ও আয়ের সুযোগ তৈরি করে দিয়ে এটি অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কখনও কখনও মৎস্য খাত সংক্রান্ত কার্যক্রম মৌসুম ভিত্তিক ও অস্থায়ী ধরনের হতে পারে, এবং এটি অনেক সমাজে একটি বাড়তি আয় ও খাদ্য যোগানের উৎস হয়ে দাঁড়ায়।

মৎস্য খাতকে যদিও পুরুষের কাজ হিসেবে সাধারণত গণ্য করা হয়, এক্ষেত্রে নারীরও অনেক অবদান আছে, প্রায়ই এটা হয় নীরবে। সাধারণত মৎস্য আহরণ পরবর্তী কাজের প্রায় ৯০ ভাগই নারীরা করে থাকে, যেমন কেনাকাটা, মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ। অনেক এলাকায় নারীরা উপকূল বা তীরবর্তী এলাকায় শামুক ও শৈবাল সংগ্রহের কাজটি করে থাকে। অভ্যন্তরীণ ও উপকূল এলাকায় মৎস্য আহরণের ক্ষেত্রেও তারা কিছুটা জড়িত থাকে। যেহেতু, সাধারণত পুরুষরা মাছ ধরার কাজে দূরে বাইরে থাকে, নারীর উপর দায়িত্ব বর্তায় তাদের সমাজ ও পরিবারের সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্য ধরে রাখার। এর পরেও নারীর কাজের কখনও কখনও নগণ্য আর্থিক মূল্য প্রদান করা হয়, কখনও তাও হয় না।

বিশ্বের লাখ লাখ মানুষের জন্য এই দ্রায়তন মৎস্য খাতটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবেই জীবনকে ভরে তুলছে।

টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার বৈচিত্র এবং বিশেষ বৈশিষ্ট্য

ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যখাত নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ কার্যাবলী সম্পন্ন, যেগুলো আবার অঞ্চলভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। ফলে এর একটি সাধারণ সংজ্ঞা নির্ধারণ করা কঠিন, তবে এর খুব সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা বলা যায়, যেমন:

• ব্যাপকভাবে এটি একটি গৃহস্থালী কার্যক্রম, যাতে আবার নারীদের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

• মাছ ধরা হয় সাধারণত মানুষের ভোগের জন্য। যেখানে মৎস্য আহরণ করা হয় পশুর খাদ্য, জ্বালানী, সার বা অন্যান্য খাদ্য বহির্ভূত উদ্দেশ্যে, তাকে সাধারণত ক্ষুদ্রায়তন মৎস্য খাত হিসেবে বিবেচনা করা হয় না।

• তুলনামূলকভাবে ছোট নৌকা এব মাছ ধরার স্বল্প পরিমাণ উপকর ব্যবহৃত হয়। অল্প পুজি, অল্প জ্বালানী এবং পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর নয় এমন সাধারণ প্রযুক্তি ব্যবহার করে মাছ ধরা হয়।

• সময় এবং অঞ্চলভেদে মাছ ধরার কাজটি আসলে অনেক বৈচিত্র্যপূর্ণ, এবং এটি প্রযুক্তির চাইতে দক্ষতার উপর বেশি নির্ভরশীল। তারা উত্তারিধকারসূত্রে শেখা দক্ষতা এবং জ্ঞানের উপর নির্ভর করে, যেগুলো খুব ছোটবেলা থেকেই শিখতে হয় এবং যার ভিত্তি স্থানীয় পরিবেশ এবং আবহাওয়া।

• সাধারণত উপকূলের আশপাশে অল্পসময়ের মধ্যেই (সাধারণত ২৪ ঘণ্টা) মাছ ধরা হয়। কখনও কখনও এর কিছু ব্যতিক্রমও হতে পারে, যখন পাশ্ববর্তী দেশের সীমানায় কেউ মাছ ধরতে চলে যায়, তখন সময় কিছুটা বেশি লাগতেও পারে।

• একটি নির্দিষ্ট মজুরি নয়, সাধারণত শ্রমের মূল্য হয় আহরণকৃত মাছের একটি অংশ। এই অংশ বণ্টনের প্রক্রিয়া মৎস্য আহরণ পূর্ব এবং পরবর্তী কার্যক্রমে জড়িতদের বেলায় প্রয়োজ্য হয় এবং এটি একই সঙ্গে বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধি, বিধবা এবং অনাথদের একটি প্রথাগত সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানে কাজ করে।

• মৎস্য আহরণ ক্ষেত্রগুলো প্রবেশাধিকার সাধারণত প্রথাগত আইন এবং রীতি অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। এগুলোর মাধ্যমে কে কোথায়, কখন এবং কিভাবে মৎস্য আহরণ করতে পারবে সেগুলো নির্ধারিত হয়ে থাকে।

• আহরণকৃত মৎস্য সাধারণত স্থানীয়ভাবেই বাজারজাত করা হয়, এর ফলে স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন মানুষ এটি ভোগ করার সুযোগ পায় এবং এভাবে স্থানীয় খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। অবশ্য এখন স্থানীয়ভাবে আহরিত মাছ অনেক দুরে, বিদেশেও রপ্তানি হয়, যেখানে ভোক্তারা ক্ষুদ্র জেলেদের আহরিত মাছের সতেজতা দেখে আকর্ষিত হয়।

• মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বাজারজাতকরণে নারীরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

• এই ক্ষেত্রে মধ্যস্বত্বভোগীদের উপর আর্থিক কারণে উলেখ্যযোগ্য একটা নির্ভরতা তৈরি হয়। মধ্যস্বত্বভোগীরা আহরিত মাছ ক্রয় করে, এবং কখনও কখনও মাছ ধরা এবং সাংসারিক প্রয়োজনেও ঋণ প্রদান করে। অর্থের উপর ক্ষুদ্র জেলেদের এই নির্ভরতাকে অনেক সময় মধ্যস্বত্বভোগীরা অপব্যবহার করে, তারা আহরিত মাছের বেশিরভাগ অংশ দাবি করে এবং অতি নগন্য মজুরি দেয়। মাছ ধরার যন্ত্রের যান্ত্রিকীকরণ এবং অধিক মাছ ধরার সরঞ্জামের প্রয়োজনীর ফলে পুঁজির প্রয়োজন হয়ে যাওয়ায় এই নির্ভরতা এখন আরও বেড়ে গেছে।

• মৎস্য সংক্রান্ত কার্যক্রম (ধরা, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বাজারজাতকরণ) খন্ডকালীন, মৌসুমী, এটি কৃষি বা অনান্য কোনও ছোট ব্যবসার সঙ্গে সমন্বিত একটি কাজ হতে পারে।

• অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায়, জেলে সম্প্রদায় সামাজিকভাবে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন, আর্থিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত ও মৎস্য সম্পদ এবং এ সংক্রান্ত কার্যক্রমের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল।

• জেলে সম্প্রদায়, যাদের অনেকেই প্রত্যন্ত অঞ্চলে দুর্বল অবকাঠামো ও সেবার মধ্যে বসবাস করে, তারা প্রায়ই উচ্চ দারিদ্রের দ্বারা জর্জরিত হয়।

ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যখাত কেন গুরুত্বপূর্ণ

দারিদ্র বিমোচন এবং খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের লক্ষ্য পূরণের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যখাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই খাতটি এই লক্ষ্য পূরণের ক্ষেত্রে বৃহৎ, বাণিজ্যিক মৎস্যখাত থেকেও সরাসরি ভূমিকা রাখতে পারে। এই খাতটি নিম্নোক্ত কারণে গুরুত্বপূর্ণ:

খাদ্য নিরাপত্তা

মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ আমিষ এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টির একটি অপরিহার্য উপাদান এই মাছ। প্রায় ৩০০ কোটি লোকের (বিশ্বে মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪৩%) প্রাণিজ আমিষের শতকরা ২০ ভাগ পূরণ করে মাছ। এটি ভিটামিন, ফলিক এসিড, খণিজ ইত্যাদির অপরিহার্য উৎস যা অন্যান্য সাধারণ প্রধান খাবারগুলোতে পাওয়া যায় না। প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাস কারী সাধারণ জেলে পরিবার এবং সাধারণ জেলেদের পরিবারের জন্য এই মাছ একটি অন্যতম খাবারের উৎস হিসেবে কাজ করে। শিশু এবং গর্ভবতী মায়ের পুষ্টি চাহিদা পূরণে মাছ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান

ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যখাত প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থান করে থাকে। কখনও কখনও এই খাতটি যেখানে কর্মসংস্থানের সুযোগ খুব কম সেখানেও কর্মসংস্থান তৈরি করে। মৎস্য খাত মৎস্য আহরণ পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী দুই ধরনের ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান তৈরি করে। মৎস্য আহরণের পরে সেটা প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ, পরিবহনের ব্যবসা ইত্যাদি ক্ষেত্রে এটি কর্মসংস্থান যেমন তৈরি করে তেমনি, মাছ ধরার বিভিন্ন উপকরণ যেমন জাল, নৌকা ইত্যাদি তৈরিতেও অনেক মানুষের কর্মসংস্থান হয়। প্রতিবার মাছ ধরার ক্ষেত্রে তীরবর্তী এলাকার কমপক্ষে ৪-৬ জনের সরাসরি কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়। বাণিজ্যিক মৎস্যখাতের তুলনায় ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যখাত অধিকতর সুষমভাবে সম্পদ বণ্টন করতে পারে। যখন অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ব্যর্থ হয়, তখন ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যখাত সামাজিক সুরক্ষা দিতে পারে। এই বিষয়টি বিশেষভাবে প্রয়োজ্য সেসব এলাকায় যেখানে দুর্ভিক্ষ, খরা, যুদ্ধ এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক এবং মানব সৃষ্ট দুর্যোগ থাকতে পারে।

বৈদেশিক মুদ্রা আয়

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যখাত জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। পরিবেশ বান্ধব মাছ ধরার কৌশলের কারণে ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যখাতের প্রতি আন্তর্জাতিক ভোক্তাদের আগ্রহ বেড়ে চলছে। অবশ্য যথাযথ পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করার ক্ষেত্রে সমস্যা মোকাবেলায় এখনও অনেক ঘাটতি ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যখাতের পণ্য বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে সংকট তৈরি করছে। অন্যদিকে রপ্তানি করা এবং স্থানীয় প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে যে ভারসাম্য, সেটা রক্ষা করাও একটি চ্যারেঞ্জ। কারণ, স্থানীয় চাহিদা পূরণেরও বাধ্যবাধ্যকতা আছে।

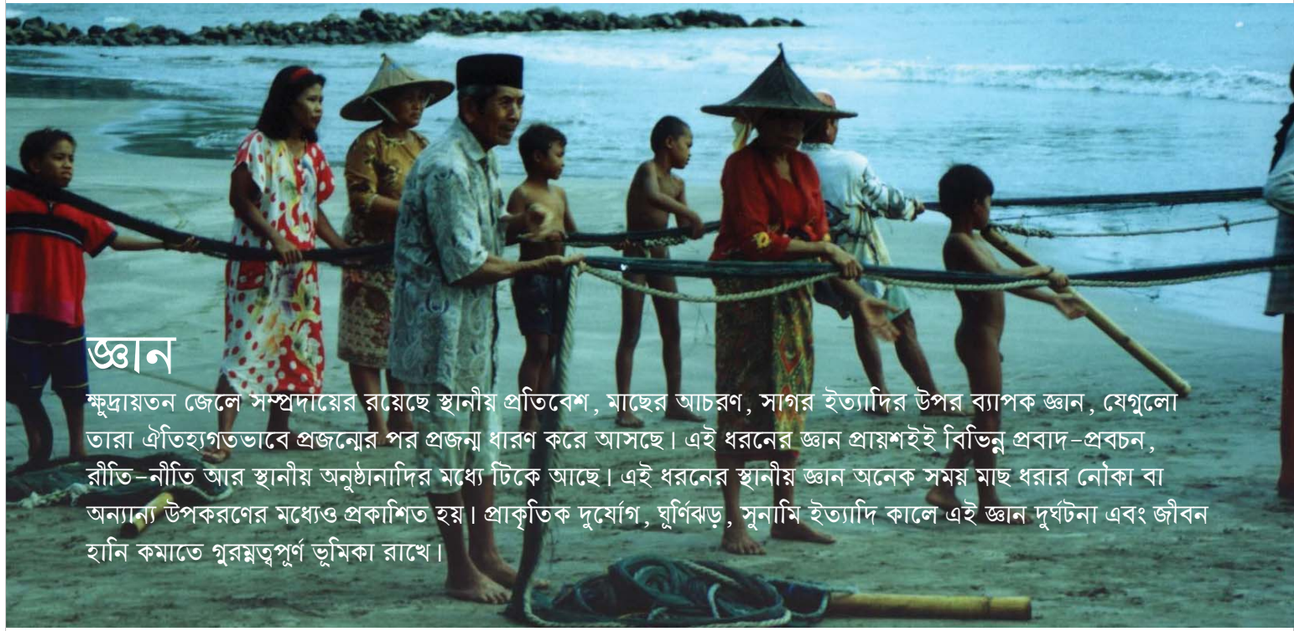

জ্ঞান

ক্ষুদ্রায়তন জেলে সম্প্রদায়ের রয়েছে স্থানীয় প্রতিবেশ, মাছের আচরণ, সাগর ইত্যাদির উপর ব্যাপক জ্ঞান, যেগুলো তারা ঐতিহ্যগতভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধারণ করে আসছে। এই ধরনের জ্ঞান প্রায়শইই বিভিন্ন প্রবাদ-প্রবচন, রীতি-নীতি আর স্থানীয় অনুষ্ঠানাদির মধ্যে টিকে আছে। এই ধরনের স্থানীয় জ্ঞান অনেক সময় মাছ ধরার নৌকা বা অন্যান্য উপকরণের মধ্যেও প্রকাশিত হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ঘূর্ণিঝড়, সুনামি ইত্যাদি কালে এই জ্ঞান দুর্ঘটনা এবং জীবন হানি কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

সাংস্কৃতিক তাৎপর্য

মাছ ধরা দুঃসাহসিক অভিযাত্রা এবং স্বাধীনচেতা ও সাংস্কৃতিক ঐহিত্য তৈরিতে সহায়তা করে। আর এটি হয় বিভিন্ন সাহিত্য, সংগীত, নাটক, ক্রীড়া ইত্যাদির মাধ্যমে। এই ঐতিহ্যগুলো জেলে সম্প্রদায় সংরক্ষণ করে রাখে, এবং এগুলো তাদেরকে আত্মপিরচয় এবং সম্প্রদায়ে টিকে তাকার উপকরণ সরবরাহ করে। মাছ ধরা সংক্রান্ত বিভিন্ন সংস্কৃতি এবং মৎস্য সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান মৎস্য প্রাণবৈচিত্র্যের প্রতি সম্মান তৈরি করে এবং জীববৈচিত্র সংরক্ষণে ভূমিকা রাখে।

অনেক আদিবাসি এবং জেলে সম্প্রদায়ের বিশ্বাস হলো– ভূমি এবং সমুদ্র পরস্পর সম্পর্কিত এবং অপরিহার্য দুটি উপাদান। আর এই বিশ্বাসগুলো ইকোসিস্টেম এপ্রোচ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। এই সম্প্রদায়ের জন্য ভূমি ও পানিতে প্রবেশাধিকার তৈরি এবং রক্ষার বিষয়টি তাদের ঐতিহ্যগত জ্ঞান, প্রথাগত রীতি ও আইন এবং তাদের ঐতিহ্যগত পরিচিতি সংরক্ষণের উপর নির্ভরশীল। ও

ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যখাতের সমস্যাগুলো কী?

ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যখাতে বেঁচে থাকা এবং এর কর্মপরিবেশ প্রায়শইই বিপজ্জনক এবং সন্তোজনক মাত্রার অনেক দুরে। এর কারণগুলো হলো:

- মৎস্য শ্রমিকরা প্রায়শই সমাজের নিচু শ্রেনীর হিসোবে গণ্য হয়, ফলে তারা বঞ্চনার শিকার হয়।
- দুর্বল প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি (কার্যকর সমবায়ী প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের অভাব ইত্যাদি)।
- অপর্যাপ্ত মজুরি, বাজারে সীমিত প্রবেশাধিকার, মহাজনদের দৌরাত্ম এবং ঋণের জাল। ঋণ অনেক সময় জেলেদেরকে অল্প মজুরি এবং মছের দাম কমিয়ে ফেলতে বাধ্য করে।
- শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক নিরাপত্তাসহ মৌলিক সেবায় সীমিত প্রবেশাধিকার।
- ভূমিতে অনিশ্চিত প্রবেশাধিকার বা অধিকার হারিয়ে ফেলা, কারণ এগুলো বসতবাড়ি এবং অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যবহৃত হচ্ছে।
- বাণিজ্যিক মৎস্য খাত ও অন্যান্য আরও কিছু কর্মকান্ডের সঙ্গে প্রতিযোগিতার ফলে সম্পদে প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া, মৎস্য শ্রমিকদেরকে তাদের মৎস্য অহরণক্ষেত্র থেকে বিতাড়িত করা। ভূমি দখলের মতো সম্পদ দখল মৎস্য শ্রমিকদের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।
- বিশেষ বা সংরক্ষিত এলাকা তৈরি করে সেখানে সাধারণ জেলেদের প্রবেশাধিকার সীমিত করে ফেলা হচ্ছে।
- প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষয় এবং দুষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপন্নতা

ক্ষুদ্রায়তন মৎস্য খাত কি টেকসই?

সাধারণ দৃষ্টিতে ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যখাত বাণিজ্যিক মৎস্যখাত থেকে অধিকতর টেকসই, কারণ এই খাতটি পরিবেশের জন্য কম ক্ষতিকর, কম জ্বালানী ব্যবহার করে, কম ক্ষতিকর যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে, কম মাছ ধরে।

• কখনও কখনও ধ্বংসাত্মক পদ্ধতিতে মাছ ধরা, যেমন বিষ, বিস্ফোরক এবং অবৈধ ফাঁসের জাল ব্যবহার করা।

উপকূলীয় প্রাণবৈচিত্র্য

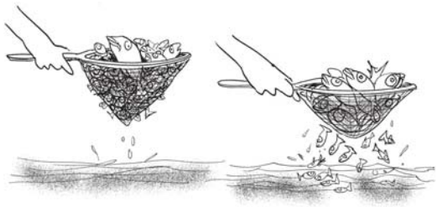

• অধিক মাছ ধরার জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি বা উপকরণ ব্যবহার করা যেগুলোর ক্ষুদ্র মৎস্যখাত এবং বাণিজ্যিক খাতের পার্থক্যকে ফিকে করে তোলে।

এই উপখাতটিকে এসব অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলো মোকাবেলার উপায় খুঁজে বের করতে হবে। এগুলোকে অবহেলা করার পরিণাম হবে খাদ্য নিরাপত্তা, দারিদ্র বিমোচন এবং টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই খাতটির বিদ্যমান অবদানকে হুমকির মুখে ফেলে দেওয়া। যদি অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলো মিটিয়ে ফেলা যায়, কোন সন্দেহ থাকে না যে, ক্ষুদ্রায়তন মৎস্য খাত একটি টেকসই উন্নয়ন মডেল হতে পারে।

এই ক্ষেত্রে এফএও-এর আন্তর্জাতিক নির্দেশিকাটি প্রাসঙ্গিক হতে পারে| মানবাধিকারের দৃষ্টিভঙ্গিতে এই নির্দেশিকাটি ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যখাতের বিদ্যমান সমস্যাগুলো মেটানো এবং এর অবদানগুলোকে অধিকতর শক্তিশালী করার চেষ্টা করছে| এই নির্দেশিকার বাস্তবায়ন এই খাতটির ভবিষ্যতকে নিরাপদ করতে পারে এবং একে একটি টেকসই খাত হিসেবে নিশ্চিত করতে পারে|